যুগান্তর

তারিখ 28 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

সংবাদ সম্মেলন

স্কুল অ্যান্ড কলেজ তৈরি ও চাকরির নামে প্রতারণা

যুগান্তর রিপোর্ট

মা ফাউন্ডেশন নামে একটি এনজিওর কর্মকর্তারা 'মা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ' তৈরি ও শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের নামে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এটি একটি প্রতারকচক্র। এই চক্রের শিকার হয়েছেন অনেকে। সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগীরা এ মন্তব্য করেন।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী নেত্রকোনার কেন্দুয়ার বাসিন্দা তোফাজ্জল হোসেন লিখিত বক্তব্যে বলেন, মা ফাউন্ডেশন নামের ওই এনজিও দেশের প্রত্যেকটি থানায় 'মা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (ইংলিশ ভার্সন) স্থাপন করবে। সেটি ওই ফাউন্ডেশন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। প্রতিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজে একজন অধ্যক্ষ, আটজন সহশিক্ষক, একজন অফিস সহকারী, একজন পিয়ন ও একজন আয়া নিয়োগ করা হবে। এভাবেই ২০১৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর একটি জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল কথিত মা ফাউন্ডেশন। প্রধান অফিসের ঠিকানা দেয়া হয় উত্তরায়। বিজ্ঞপ্তি দেখেই আগ্রহীরা ওই অফিসে যোগাযোগ করেন। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলামসহ কর্মকর্তারা তাদের বলেন, নিজ নিজ এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে স্কুল অ্যান্ড কলেজ করতে হবে। সে অনুযায়ী, নেত্রকোনার কেন্দুয়া, মদন, ময়মনসিংহের ফুলপুর, কিশোরগঞ্জের ময়মনসিংহসহ ১০টি স্থানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে মা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপন করা হয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে একজন করে অধ্যক্ষ, আটজন সহশিক্ষক, একজন অফিস সহকারী, একজন পিয়ন ও একজন আয়া নিয়োগ দেয় মা ফাউন্ডেশন। পিয়ন ও আয়া বাদে-নিয়োগের বিনিময়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে এক লাখ টাকা করে হাতিয়ে নেয়। পিয়ন ও আয়াদের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা করে নেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর ছবি সংবলিত রশিদে মানি রিসিট দেন।

তোফাজ্জল হোসেন আরও বলেন, ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে তারা টাকা দেন ফাউন্ডেশনটির কর্মকর্তাদের। এরপরই স্কুল অ্যান্ড কলেজ চালু করা হয়। তবে গত জানুয়ারি মাসে মা ফাউন্ডেশনের উত্তরার অফিসে গিয়ে দেখেন, অফিস উধাও। অফিস গুটিয়ে নিয়ে চলে গেছে তারা। এরপরই ভুক্তভোগী ময়মনসিংহের বাসিন্দা মোহিববুল্লাহ বাদী হয়ে কথিত ওই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক মারুফ আহম্মেদ, জাহিদুল ইসলাম জিতু ও সালামসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে প্রতারণা মামলা করা হয়। এ চারজন মামলায় গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আছে। তোফাজ্জল হোসেনসহ ভুক্তভোগীরা প্রতারকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী শেরপুরের মাহফুজুর রহমান, ময়মনসিংহ তারাকান্দার শাহীন, ময়মনসিংহ ঈশ্বরগঞ্জের মোহিববুল্লাহসহ অন্তত ১০ জন উপস্থিত ছিলেন।